ইকড়িমিকড়ি



শ্রীবিকাশ দত্ত

আশ্বিন—১৩৪১

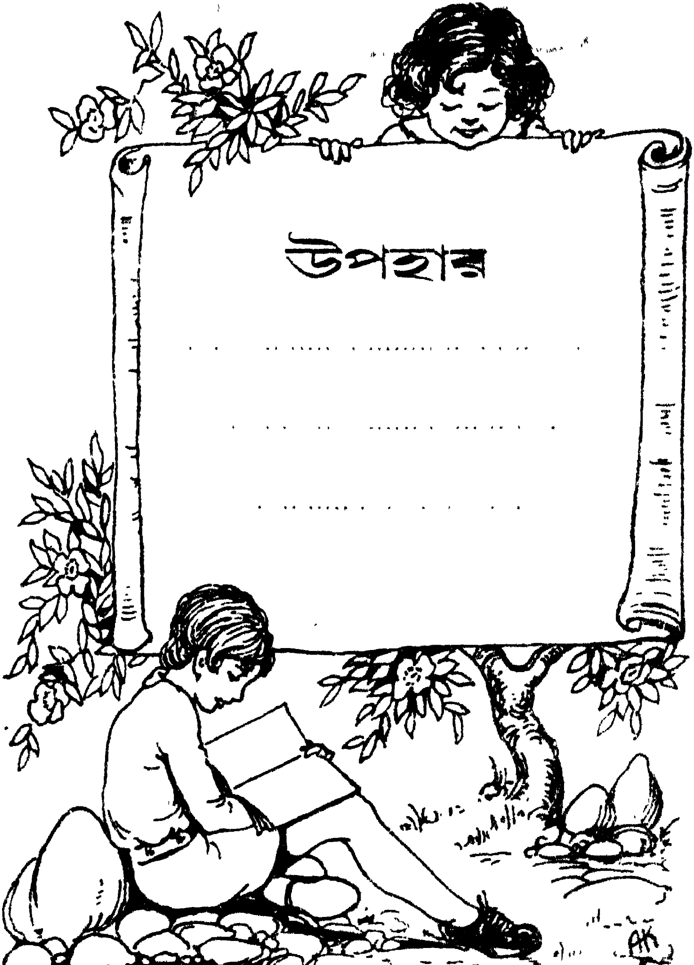
চারু-সাহিত্য কুটীর
পি-৩৪, মাণিকতলা স্পার
কলিকাতা

দাম দশ আনা

প্রকাশক—শ্রীবিমল দত্ত, এম্-এ
পি-৩৪, মাণিকতলা স্কোয়ার, কলিকাতা

চিত্র-শিল্পী—শ্রীঅশ্বিনীকুমার কর্ম্মকার
শ্রীনিকাশ দত্ত

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা


উপহার

=এই লেখকের লেখা=

কাতুকুতু

আট আনা

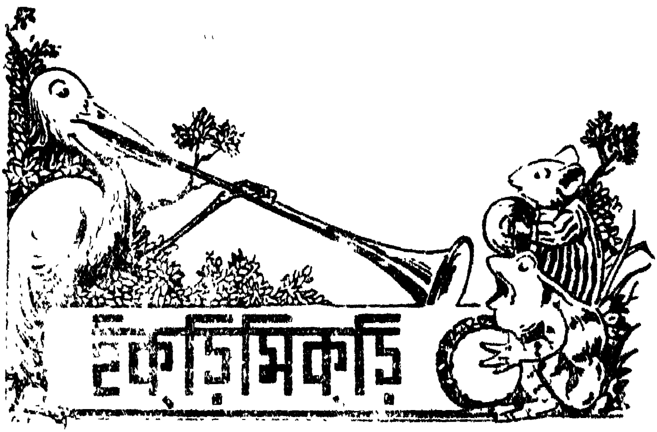
টাক্‌ডুমাডুম

পাঁচ আনা

শ্যাওড়াগাছের কালোমানিক

পাঁচ আনা





এক

আরশুলার গল্প

ঝাঁ ঝাঁ ক'রে এক্‌জামিনের দিন এগিয়ে এল। কাল্‌কে আবার ভূগোল। দুত্তোর ছাই! কোথায় আরামসে দুপুর বেলা ঘুম মারবো তা নয়—এখন পড়া মুখস্থ করো! তা'ও সব এমন বিদ্‌ঘুটে নাম যে মোটেই মনে থাকে না। দেখি একবার তেড়ে-মেড়ে মুখস্থ ক'রে —সিংহল—রাজধানী কলম্বো, ভুটান—রাজধানী পুনাখা, নেপাল—রাজধানী কাটামুণ্ডু—কাটামুণ্ডু—কাটামুণ্ডু···

পড়তে পড়তে হঠাৎ সব কেমন ঘুলিয়ে যেতে লাগ্‌লো। মনে হ'ল একটা কাটামুণ্ডু সূর্পণখার কাণ কামড়ে ঝুলে র'য়েছে তাই একটা সিংহ কলম্বসকে ভীষণ ধমকাচ্ছে। তারপর মনে হ'ল সিংহ তো নয়—আলমারীর পাশে আরশুলাটা কাদের যেন গল্প শোনাচ্ছে। কান খাড়া ক'রে শুন্‌তে লাগলুম—

তারপর ফড়িং দাদা তো উইচিংড়েদের সঙ্গে হাইজাম্প করতে গিয়ে ঠ্যাং ভাঙ্‌লো। এখন উপায়! গুব্‌রে পিসি বল্ল—"উপায় আবার কি! উপায়ের দফা রফা! ব'সে ব'সে খেতে হবে। তার চাইতে চতুর্দ্দোলা ডেকে খাস পাতালে চালান দিয়ে দাও!" তা'র কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কাঁচপোকা ঠাকুমা এসে বল্ল—"ওগো! জোনাক দিদির গায়ে আগুন ধ'রে গেছে—তাই ভেরেণ্ডা গাছে লুটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে যে, বাজারে কেউ আর কেরোসিন বেচ্‌তে পারবে না; আর হ্যারিকেন বিক্রী হবে বটে কিন্তু তার সঙ্গে পল্‌তে দেওয়া বন্ধ।" এমন সময় ঝিঁঝিঁ ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল যে,

চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে উহ্‌ দিদিমণির দোয়াত উল্টে সব কালী প'ড়ে গিয়েছে। কালী প'ড়ে গিয়েছে শুনে



গুব্‌রে পিসি তো ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো—"ওগো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো।"

গল্পটা মন্দ লাগলো না বটে, কিন্তু আরশুলা আবার নতুন একটা আরম্ভ করছে দেখে তাড়াতাড়ি হেঁকে উঠলুম

"—খবরদার! আজ-কাল বড়ো যে বাড় বেড়েছে দেখছি! একজামিনের পড়া মুখস্থ করতে করতে আমার জিভ্ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর উনি ওদিকে ফুর্ত্তিসে চেল্লাচিল্লি জুড়ে দিয়েছেন! ওই জন্যেই তো তোমায় দেখলে আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। সাধ ক'রে কি যখন-তখন তোমার নামে কবিতা লিখি! গায়ের জ্বালায় লিখি, দাঁড়াও আমিও পিলে-চম্‌কানো গান জানি,—হুঁ!" বলেই আরম্ভ করলুম—

ওরে আরশুলা পাজি,—
তোরে যদি আজ ধ'রে টিক্‌টিকি
আমি তবে খুব নাচি,
সুড়্ সুড়্ ক'রে
ঘোরা ঘরে দোরে
গা'টা করে পিল্‌-পিল্
ওরে উজ্‌বুক
বেয়াড়া বেকুব
এতো ভারি মুস্কিল!

চাংচু চীনেকে খবর পাঠাবো
জব্দ করিতে তোরে
আগুনে পোড়াবে
ঘিয়ে ভেজে খাবে
নিয়ে যাবে গোঁফে ধ'রে :
বুঝ্‌লি ইষ্টুপিড্
শিকে ফুঁড়ে শিক-কাবাব বানায়ে
কোরে দেবে তোরে চিট্ !

আরশুলাটা ত তার গোঁফ খাড়া ক'রে এসে হাজির। সে আমার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে বল্লে—"দেখ ভালো হচ্ছে না কিন্তু !"

ধমক দিয়ে বল্লুম—"কিসের ভাল হচ্ছে না ?"

সে ঝাঁঝাল সুরে বল্ল—"ন্যাকা-চন্দর আর কি ! কিছু জানেন না ! বলি, আমার নামে যত সব ছাইভস্ম কবিতা লেখা হচ্ছে কেন ? আর কিছুর নামে লিখতে পার না ? কাঁক্‌ড়া-বিছের নামে একবার লিখে দেখ না—মজাটা বুঝিয়ে দেবে এখন !"

আমি দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠ্লুম—"বেশ করছি! আমার খুসী! ছাইভস্ম হ'ক আর যাই হ'ক না কেন তোমার তা'তে কি?"

আরশুলাটা রাগে ফুল্তে ফুল্তে গোঁফ নাচিয়ে বল্ল—"দেখ, আমার নামে তুমি কবিতা কিছুতেই লিখ্তে পারবে না! ভারি তো কবিতা—তার আবার জাঁক দেখ না! ওর চাইতে ঢের-ঢের ভালো কবিতা আমার নেংটে বন্ধু লিখ্তে পারে।"

তার কথায় আমি খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠ্লুম। বল্লুম—"বটে! এমন কথা! তোমার নেংটে বন্ধু তো পরের চুরি করে—মানুষের ঘরে এসে দিব্যি আরামে কেল্লা বানিয়ে থাকে। সে চোট্টা আবার কবি হ'ল কবে! হাস্বো না কাঁদবো? আচ্ছা ডাকো তোমার নেংটে বন্ধুকে—দেখা যাক্ কতো বড় কবি সে।"

দুই

কবি নেংটে কুট্‌কুট্‌ মিস্ত্রী

আমার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই আরশুলাটা সুড়্-সুড়্ ক'রে আল্‌মারীর নীচে ঢুকে পড়লো। খানিক পরে দেখি—একটা নেংটে ইঁদুর আলমারীর নীচ থেকে তার ছুঁচ্‌লো মুখ বার ক'রে উঁকি মারছে। চোর তো বটে! ভয়ে এগুতে সাহস হচ্ছে না—পাছে ঠেঙার বাড়ি দিই। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম—"কিহে আরশুলা! তোমার চোর বন্ধু অমন করছে কেন? বলি, চুরির মত কোন কিছু চোখে পড়েছে নাকি?"

আমার কথায় নেংটে বেচারা গেল বেয়াড়া রকম ভড়্‌কে। কিছুতেই আর বেরুতে চায় না। শেষে আরশুলার অনেক সাধাসাধিতে আমার সামনে এসে

হাজির হ'ল। বেচারার যা কাঁপুনি, তা আর কি বল্‌বো! পৌষ মাসের দারুণ শীতেও বুঝি কেউ এমন কাঁপেনা। এর উপর আমি যখন ঠাট্টা ক'রে বল্লুম—"কিহে কবি-মশাই! তোমার কাব্য একটু শুন্‌তে পাইকি?" তখন তো তার কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে কাঁপা গলায় বল্ল, "দেখ, আমি একটু-আধটু কবিতা লিখি বটে—কিন্তু তা'কি আর তোমাদের শোনাবার মত! তোমরা হ'লে মানুষ—তোমরা কল্পনার ফানুষ ওড়াও; তোমাদের সঙ্গে কি আর আমাদের তুলনা হয়! না—না সে-সব রাবিশ কবিতা আর তোমার শুনে কাজ নেই! আরশুলার যেমন বিদ্যে! মানুষের কাছে নিয়ে এল টেনে কিনা আমায় কবিতা শোনাতে!"

আমি বল্লুম—"অত বিনয়ে আর কাজ নেই! খাতা-পত্তর বের ক'রে লক্ষ্মী ছেলের মত—না—না লক্ষ্মী নেংটের মত কবিতা-গুলি গড়্‌-গড়্‌ ক'রে প'ড়ে যাও দেখি!"

কবি নেংটে কুটকুট মিস্ত্রী



সে ম্লান মুখে বল্ল—"পড়বো আর কি ছাই পাঁষ! হায়রে কপাল! খাতা-পত্তর কি ঘরে রাখবার জো-টি আছে! নিজেই ভুলে কখন দাঁত দিয়ে কেটে-কুটে একশা ক'রে ফেলি। স্বভাবটা কি আর যায়! তাই সব বিল্‌কুল মুখস্থ ক'রে রেখেছি।"

আমি অধৈর্য্য হ'য়ে বল্লুম—"বেশ! মুখস্থই ব'লে যাও।" নেংটে সুর ক'রে আরম্ভ করলো—

ছুচুন্দরের অন্দরে—
বাপ্ কি বিকট গন্ধরে!
পেটের নাড়ী খাচ্ছে পাক,
বন্ধ যে হয় নাকের ফাঁক্!
ভূত পেরেতও লক্ষে তাই—
ছুট্‌কে ভাগে চায় রেহাই।

আরশুলা ভ্রু কুঁচ্‌কে বুক ফুলিয়ে বল্ল—"শুন্‌লে তো কবিতা! এ-রকম পারো লিখ্‌তে?"

হাঁকুনি দিয়ে বল্লুম—"চুপ্! ডেঁপোমি করতে তোমায় কেউ ডাকেনি! শুন্‌তে দাও—বুঝ্‌তে দাও!

একটা কবিতা শুনেই গুণাগুণ বিচার হয় না।" কাজেই নেংটে আবার আরম্ভ করলো—

নিশীথ রাতে পিসির সাথে আমরা জুটি'—
তাইরে নানা—তাইরে নানা—ভাঁড়ার লুটি !

বাধা দিয়ে বল্লুম—"থাক্। ও-রকম কবিতা শোনবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বলি বাপু হে! ভাঁড়ারটা তো আমাদেরি লোটো? ছিঃ! ছিঃ!! আবার সেই কথা আমার কাছে জাহির করছো? অন্য কিছু থাকে তো চালাতে পারো!"

নেংটে সত্যি ভারি লজ্জিত হ'য়ে গেল। খানিকক্ষণ সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে রইল—কোনো কথা বল্‌তে পারলে না। তারপর আবার সুরু হ'ল—

কোকিল ডাকিছে কা-কা ঘরেরি চালে,
কাকের কু-হু-কু রবে অমিয় ঢালে;
চড়ুই পড়িছে বুলি কৃষ্ণ-রাধে,
ফটিক জলের আশে বাবুই কাঁদে।

আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লুম। বল্লুম—"এ ভাব তুমি কোত্থেকে পেলে ?"

সে বল্লে—"কতো বই-পত্তর ঘেঁটে-ঘুঁটে—তবে বের করেছি।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"ঘেঁটে-ঘুঁটে না কেটে-কুটে ?"

বেচারী আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্ল—"হ্যাঁ—তা—তা—ঐ যা বলো। জানোই তো যে, যে-সব বই দোকানে কাটে না, আমরা তা' কেটে ধূলো ক'রে ফেলি।"

বল্লুম—"জানি বই কি—বিলক্ষণ জানি! থাক্‌গে ও-সব কথা। ভাঁড়ে যদি আর কিছু কবিতা থাকে তো চালাও!"

নেংটে সোৎসাহে ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্ল—"আছে বই কি! হাজার হাজার আছে।" বলেই আরম্ভ করলো—

লামাদের দেশে মামা দিয়ে জামা গায় রে—
মাথে টুপি যায় চুপি গুটি-গুটি পায় রে।

প্রাণ ভ'রে গায় গান হেন কালে সেখানে,
ম্যাও-ম্যাও এল রব কোথা হ'তে কে জানে !
শুনে মামা ভ্যাবা-চ্যাকা যেই যাবে চ্যাঁচাতে,
খপ্ ক'রে ধ'রে তারে নিয়ে গেল প্যাঁচাতে

আমি লাফিয়ে উঠ্‌লুম—"বাঃ বেশ চমৎকার ! তুমি তো খুব বড়ো কবি দেখ্‌ছি !"

আরশুলাটা অমনি ফোড়ন দিয়ে উঠ্‌লো—"সন্দেহ নেই তায় !"

আমি হেঁকে উঠ্‌লুম—"দেখ বাপু আরশুলার পো ! সত্যি কথা বল্‌তে কি তোমার উপর আমি হাড়ে চটা। একটু বুঝে-সুঝে টিকা-টিপ্পনী কেটো ! কি জানি কিসে কি হ'য়ে যাবে শেষে ! হ্যাতের কথা তো আর বলা যায় না।"

আরশুলা তো ভয়ে মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে গোঁফমলা খেয়ে একটু তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

নেংটেকে বল্লুম—"কিহে ! উপাধি-টুপাধি কিছু পেয়েছ ?"

সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বল্লে—"হ্যাঁ তা পেইছি বই কি! বাঙ্‌লা দেশের নেংটে ইঁদুরদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ কবি। "ছিঁচ্‌কে কল্পদ্রুম" বলে আমাদের যে বিখ্যাত মাসিক বেরোয় আমিই তার সম্পাদক। আমার উপাধি—

কবি শ্রীযুক্ত নেংটে কুট্‌কুট্‌ মিস্ত্রী ঃ

আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম—"মিস্ত্রী ?"

সে গোঁফে চাড়া দিয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্ল—"এই সামান্য কথাটার মানে বুঝ্‌তে পারলে না! মিস্ত্রীগিরিটা তো আমাদের জাতীয় ব্যবসা। জানোতো -

কাটীতে জোল বানাতে পোল
মোদের ছাই বাধে না গোল।"

আমি বল্লুম—"তা' বিলক্ষণ জানি। কিন্তু—আমাদের বাড়ীতে জোল কাটা কি পোল বানান হচ্ছে নাকি? যাই কর বাপু, গরীবের ভাঙা কুঁড়েতে আর মিস্ত্রীগিরি কোরো না!"

নেংটে ঢোক গিলে কি বল্‌তে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"আচ্ছা! তুমি এখন যেতে পারো! তবে মাঝে মাঝে নতুন কবিতা লিখলে আমায় শুনিয়ে যেয়ো!"

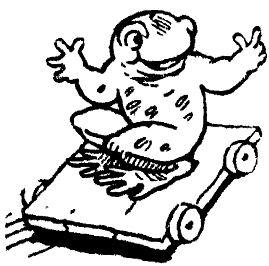
সে এক গাল হেসে বল্ল—"নিশ্চয়! নিশ্চয়!!"

আরশুলা বল্লে—"আমিও যাই। কিন্তু দোহাই দাদা! তোমার ঐ সর্ব্বনেশে কবিতাটা আর আমায় শুনিয়ো না। শুন্‌লেই আমার বুক ধড়্‌-ফড়্‌ করে। ভগবান কেন যে এই চীনে-ম্যান আর টিক্‌টিকি সৃষ্টি করলেন! কবিতা যদি লিখ্‌তে হয় তো ঐ নাক-চ্যাপটা চীনে-ম্যান আর ঐ থ্যাব্‌ড়া-মুখো কুমীরের নাতি টিক্‌টিকিটার নামে যতো পারো লিখো—বুঝলে। আমায় রেহাই দাও।" তার রকম দেখে আমার ভারি দয়া হ'ল। বল্লুম—"আচ্ছা বেশ! রেহাই দিলুম। কিন্তু খবরদার পড়বার সময় আর চেঁচামেচি যেন না হয়।"

আরশুলাটা কান মলে জিভ্‌ কেটে বল্ল—"রামোঃ! আবার? আর নয়!" বলেই সে ফড়্‌-ফড়্‌ করে উড়ে গেলো।

নেংটে বল্ল—"বিল্লী মুখপুড়ীর নামে একটা কবিতা লিখিছি, শুন্‌বে ?"

এমন সময় জানলার ধারে শব্দ হ'ল—"ম্যাও" অর্থাৎ কেও ? ব্যস্‌! আর কথা নেই—নেংটে তো ল্যাজ্‌ তুলে —দিল চম্পট।



তিন

বিল্লী-ঠাক্‌রুণ

এদিকে জানলা দিয়ে বাঘের মাসী বিল্লী-ঠাক্‌রুণ তো এসে হাজির। এসেই হেঁড়ে গলায় বল্ল—"আমার নিন্দে করছিল কে? নেংটে—নচ্ছার—পাজী—শূয়ার—উল্লুক—ভাল্লুক—গাধা—বাঁদর বুঝি! হুঁঃ! সাম্‌নে বল্‌বার মুরোদ নেই—পিছনে যত সব ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি বাজে নিন্দে!"

নেংটে এদিকে আল্‌মারীর মাথায় জাঁকিয়ে ব'সে সুর ক'রে গান ধরলো—

বিল্লী যাবে শ্বশুর বাড়ী,
আস্‌বে নিতে ধাপার গাড়ী;
থোলেয় পুরে আদর ক'রে,
লাগাও লাঠি বাগিয়ে ধ'রে।

মাছের মুড়ো কর্‌বে চুরি,
ল্যাজ্ কেটে দাও কোথায় ছুরি ?
দুধের বাটী চাট্‌বে নাকি ?
চাট্‌বে নাকি চ্যাপ্‌টা-নাকী ?

নেংটের মুখে এ-রকম মোলায়েম গান বিল্লী-ঠাক্‌রুণের পক্ষে হজম করা একেবারে অসাধ্য হ'য়ে পড়লো। তাই ল্যাজ্ ফুলিয়ে, চোখ পাকিয়ে সে লাফিয়ে ছুট্‌লো নেংটেকে শাসন করতে। লাফ্ দিতে গিয়ে মধ্যে থেকে বিল্লী-ঠাক্‌রুণের লাভ হ'ল এই যে মাথাটা তার সেল্ফে ঢুকে গেল, আর সেই ধাক্কায় সেল্ফের যতো বই-পত্তর হুড়-মুড় ক'রে তার গায়ের উপর গেল প'ড়ে। তাই দেখে নেংটে তাকে জোড়া কলা দেখিয়ে পগার পার।

বিল্লী বেচারা বেকুব হ'য়ে ফিরে এসে আমায় দুঃখ ক'রে বল্‌তে লাগলো,—"ছি! ছি! এখনও আত্মসংযম করতে পারিনি।"

আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলুম—"সে আবার কি ?"

বিল্লী-ঠাকরুণ



বিল্লী-ঠাকৃরুণ গম্ভীর মুখে বল্ল—"তাও জাননা বুঝি! আমি যে জীব-হিংসা ত্যাগ ক'রে ধর্ম্মপথ গ্রহণ ক'রেছি!"

আমি হেসে বল্লুম—"তাই নাকি? এ যে একটা মস্ত বড় সু-খবর! তা' হ'লে মাছ ভাজা কি মাছের মুড়ো আর আমাদের ঢাকা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হবে না বলো?"

সে ঘরের মেঝেতে স-জোরে তার ডান হাতটা চাপ্‌ড়ে বল্ল—"নিশ্চয়ই না! ওসবে আর আমার লোভ নেই। তবে কি জানো—অই নেংটেকে যে এই মাত্তর তাড়া করেছিলাম সেটা কেবল অভ্যাসের দোষে। যাক্‌গে—খুব সাম্‌লে নিয়েছি!"

আমি বল্লুম—"তা' হলে এখন থেকে তুমি বৈষ্ণবী?"

সে বাধা দিয়ে বল্ল—"এখন থেকে কি রকম? সাত দিন আগে থেকে বলো।"

আমি বল্লুম, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তাই হ'ল! আচ্ছা তপস্যার আশ্রমটী কোথায়?"

সে বল্ল—"কেন—ভোম্বল জেলের বাড়ীতে।"

তার কথায় ভারি হাসি পেয়ে গেল। মুখে রুমাল চেপে খানিকটা হেসে নিলুম।

সে একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে বল্ল—"হাস্‌লে যে?"

আমি বল্লুম—"ঠাক্‌রুণ! জীব-হিংসাই যদি ছেড়েছ তবে ভোম্বল জেলের বাড়ীতে আশ্রম হ'ল কেন?"

বিড়াল-ঠাক্‌রুণ একটা অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বল্ল—"এতেই এত হাসি? মানে তো জলের মত সোজা প'ড়ে র'য়েছে। জেলেদের দিন রাত মাছ নিয়ে কারবার। সেখানে কতো রকমের মাছ আসছে—ভেট্‌কী, ভাঙন, রুই, মৃগেল, কাত্‌লা, বোয়াল, খয়রা, পার্শে, চিতল, টেংরা, কই, মাগুর, ইলিস"……বল্‌তে বল্‌তেই দেখি টপ্‌ ক'রে এক ফোঁটা নাল তার জিভ্‌ দিয়ে গড়িয়ে মেঝের উপর পড়লো। বিল্লী-ঠাক্‌রুণ তাড়াতাড়ি সেটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে ব'লে যেতে লাগলো—"চোখের সাম্‌নে দিন রাত হরেক রকমের মাছ দেখবো—অথচ খাবো না; একি সাধারণ কথা! এরূপ স্থানে সাধনা না করলে সিদ্ধি হবে কিসে?"

মনে মনে ভাব্‌লুম—ন্যাকামির আর যায়গা পাওনি! আমার কাছে এসেছ চাল চাল্‌তে!

এদিকে ঠাক্‌রুণ দেখ্‌লো ইঁদুর তো ভেগেছে—মিছে ব'সে লাভ কি? তাই "উঠি ভজনার সময় হ'ল" ব'লে গুটি-গুটি প্রস্থান করলো।



চার

মাকড়া ভায়া

দু মিনিট যেতে-না-যেতেই ঘরের কোন থেকে কি কোথা থেকে কে জানে, এক মাকড়সা তার অক্টোপাশের মত হাত-পা-গুলোকে নাড়্‌তে নাড়্‌তে এসে হাজির। এসেই আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্ল, "গুড্‌মর্ণিং!" আমি ভাব্‌লুম—মন্দ নয়! ইনি আবার এলেন ইঞ্জিরি ফলাতে! হাঁকুনি দিয়ে বললুম—"কি চাই? চট্‌-পট্‌ বলো।"

সে বল্ল—"বল্লেই কি চট্‌-পট্‌ বলা হয়! কথার দাম আছে, ওজন আছে, মাপ আছে, রং আছে, দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, ট্যারা কথা আছে, বাঁকা কথা আছে, লম্বা কথা আছে, বেঁটে কথা আছে। মনে করো তোমার

দরকার কালো বেঁটে ট্যারা কথার, দাম হ'ল তিন পয়সা, আর আমি বোকার মত দিলুম লাল রঙের লম্বা কথা, ওজন তেত্রিশ মণ, দাম পৌনে চৌদ্দ আনা। তা'তে তোমার কাজ হবে না; মধ্যে থেকে ঐ তেত্রিশ মণ বোঝাটা তোমার ঘাড়ে চাপ্‌বে। কাজেই বুঝ্‌তে তো পারছো চট্‌-পট্‌ বলা অত সোজা নয়। তা' ছাড়া যেখানে এক সের কথা খরচ কর্‌লে চলে সেখানে পাঁচ সের কথা খরচ ক'রে শেষে আমি দেউলে হই আর কি! তখন কি লোকের দোরে আমি কথা ভিক্ষে কর্‌তে যাবো! এমন বোকা আমি নই!"

ভারি বিরক্তি ধ'রে গেল; তাই কড়া কথায় বল্লুম—"ন্যাকামি রাখো। বলবার যদি কিছু থাকে তো এখনই ব'লে ফ্যালো—নয় তো সিদে পথ দেখো—জ্বালিও না!"

বেচারি মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে বল্লে—"সত্যি ভাই, আমি তোমাকে জ্বালাতে আসিনি! আমার মনও তেমন নয়। তুমি ভাই আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবে?"

আমি ভাবলাম, "বা রে! মজা মন্দ নয়! কেউ

কবিতা লিখলে চটে, আবার কেউ কবিতা লেখাবার জন্যে উমেদারী করে!" তাকে বল্লুম, "বেশ! কবিতা আমি



লিখে দিতে পারি। কিন্তু তোমার কথার বেলায় দাম, ওজন, মাপ, আরো কত কি ফ্যাসাদ তুল্‌লে,—আর আমার কবিতা বুঝি ফাল্‌তো! দাম দেবে কে তার জন্যে?"

মাকড়সাটা কান্না-সুরে বল্ল—"বেশ! বেশ! অরশুলার বেলা বিনি-মূল্যে—আর আমার বেলায় দাম।"

আমি বল্লুম—"তার মানে আছে। আরশুলার নামে যা লিখেছি তা' হাড়-জ্বালানো গবিতা—কিন্তু তোমাকে যা লিখে দোবো তা' প্রাণ-জল করা কবিতা; কাজেই দাম দিতে হবে বই কি!"

সে অবাক্ হ'য়ে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—

"আচ্ছা গবিতাটা কি?"

আমি গম্ভীর চালে মাথা নেড়ে বল্লুম—"দেখ তুমি ওসব বুঝতে পারবে না। মানে তার অনেক হিসেব-পত্তর ক'রে বের করতে হয়। আর সেই হিসেবের জন্যে ম্যাপ্, কম্পাস, ঘড়ি, খাতা, পেন্‌সিল,—এমন কি দাঁড়ী-পাল্লাটী পর্য্যন্ত চাই। হিসেবের ব্যাপার--সে কি কম কথা! শুধু এইটে জেনে রেখো যে কবিতাই হ'চ্ছে আসল—অই যাকে বলে খাটী চিজ্।"

দামের কথা শুনে বেচারা মাকড়সার মাথায় তো

আকাশ ভেঙে পড়লো। সামান্য ক্ষুদে প্রাণী বই তো নয়! পয়সা-কড়ি পায় কোথা?

সে হাত জোড় ক'রে বল্ল—"ভাই পয়সা-কড়ি তো আমার নেই - তবে তোমায় খু—ব সুন্দর দেখে একটা জাল বুনে দিতে পারি। কতো মাছি-ফড়িং তা'তে ধরবে!"

আমি হেসে ফেল্লুম। বল্লুম, "দূর পাগল! মাছি-ফড়িং নিয়ে আমার কি হবে? সে গুলো তো আর আমার খাবার জিনিষ নয়!"

বেচারী অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। বল্ল—"তাই তো—তাই তো! আচ্ছা আমি তোমায় একটা খুব সুন্দর জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবো; কেমন, এবার হবেতো?"

বেড়াবার নামে আমি লাফিয়ে উঠ্‌লুম—"হ্যাঁ হবে, নিশ্চয়ই হবে!" তার পর কলম ধ'রে লিখলুম-

মাক্‌ড়া ভায়া, মাক্‌ড়া ভায়া,
কাঁক্‌ড়া তোমার কে?
কাঁক্‌ড়া তোমার যম না মিতে
জান্তে চাহি যে!

জেলে হাটার জাল-গুলো কি
তোমার বানান ;
লিচুর গাছে কখন হ'ল
জাল্‌টী টাঙান ?

এই পর্য্যন্ত লিখে তা'কে প'ড়ে শোনালুম। বল্লুম, "কিগো অক্টোপাশের নাতি! এ-রকম চল্‌বে তো ?"

সে তার খেংরা-কাঠির মত খোঁচা হাত দিয়ে মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্ল, "বড়ো সহজ হ'ল না ? ভাষাটা যদি আরো একটু জটিল—এই ধরো আমাদের জালের মত হ'ত—অর্থাৎ কিনা এমন একটা কবিতা চাই যার, মানে হ'ক আর নাই হ'ক লোকে যেন পড়লেই ঘাব্‌ড়ে যায়।"

বেজায় মুস্কিলে পড়্‌লুম। অনেক ভেবে চিন্তে মাথা ঘামিয়ে কলম কাম্‌ড়ে শেষে কয়েক লাইন লিখ্‌লুম—

কেষ্ট-হরির জ্যেষ্ঠ ছেলে এক্কা চ'ড়ে অক্কা পেলে
কাণ্ড দেখে কান্ত জেলে হায়—
ঘাব্‌ড়ে গিয়ে চাপ্‌ড়ে মাথা বাপ্‌রে ব'লে বাগিয়ে ছাতা
দাব্‌ড়ে গেল দস্যি পাঁঠা টায়

ফোক্‌লা ফটিক আজ অবাধে　　তোগ্‌লা বনে টোক্‌লা সাধে,
চোক্‌লা-ওঠা কুমীর কাঁদে　ভেউ,
তাই না শুনে গুপীর মাসি　　গাজন-তলায় বাজিয়ে কাঁসি
মাচায় তুলে রাখলো বাঁসি　ঢেউ।

পড়া শেষ হ'লে বল্লুম, "ভায়া, কবিতাটা কেমন লাগ্‌লো? বলি, পছন্দ হ'য়েছে তো?"

আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে সে বল্ল—"পছন্দ আবার হয় নি! আমার এতো ভালো লেগেছে যে, ইচ্ছে করছে খানিক হাত পা তুলে নাচি।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, "না—না— এখন আর নেচে কাজ নেই—শেষে 'হার্টফেল' করবে। আর একদিন তখন নেচো। এখন তোমার কথা রাখো, আমায় বেড়াতে নিয়ে চলো।" সে বল্ল, "বেশ তাই চলো।"



পাঁচ

টং সাহেব

দুজনে তো রওনা হলুম। যেতে যেতে এক অজানা বনের ধারে এক গাছের তলায় এসে মাকড়া থামলো। আমিও থামলুম। বল্লুম—"থামলে যে?"

সে বল্ল—"এখানে টং সাহেব থাকে। তার সঙ্গে একবার দেখা করবো। খানিকটা বোসো— খুব ভালো গান শোনাবো।"

আমি ভাবলুম—"টং সাহেব আবার কে রে? আর এই বনের মধ্যেই বা সে আসবে কেন? আর গান শুনতেই বা এখানে আসবে কে?"

খানিক পরে গাছের কোটরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একরত্তি এক মানুষ। এয়া দাড়ি তার। কোট-প্যাণ্ট পরা ফিট্‌ফাট্।

হাতে আবার একটা তিন হাত লম্বা ছড়ি। ছড়ি ঘুরিয়ে শিস্ দিতে দিতে সে গাছের একটা ডালের উপর পায়চারি ক'রে বেড়াতে সুরু ক'রে দিলে।

তাঁকে দেখে মাকড়া ভায়া গাছ বেয়ে সড়্-সড়্ ক'রে একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির। তারপর দুজনের যা হাসি আর 'সেক্‌হ্যাণ্ডের' ঘটা তা আর কি বল্‌বো। খানিক বাদে আমার উপর কত্তাদের সু-নজর পড়লো। মাক্‌ড়া ভায়া টং সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে।

সাহেব আমাকে বল্ল—"তুমি ভারতবাসী—কেমন ?"

আমি বল্লুম—"হুঁ !"

সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "তোমাদের ভারতবর্ষে যে আমি অনেকদিন কাটিয়ে এসেছি !"

আমি বল্লুম "তাই নাকি ?"

সে বল্ল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! তোমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর যে বনটা—সেখানেই আমরা থাকতুম। সাধে কি আর তোমাদের রামচন্দ্র বনবাস কালে সেখানে কুঁড়ে বেঁধে ছিলেন !"

আমি বল্লুম—"পঞ্চবটীর কথাতো আপনি বল্‌ছেন? হাঁ, বাস্তবিকই সেটা খুব সুন্দর স্থান!"

সাহেব বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"না—না পঞ্চবটী হ'তে যাবে কেন! আমি বল্‌ছি তোমাদের সুন্দর-বনের কথা।"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লুম—"সুন্দর-বন? কি আছে সেখানে? সেটা তো বাঘ, ভাল্লুক আর সুঁদরী গাছে ভরা! সেথায় কি মানুষ থাকে! আর রামচন্দ্র ছিলেন তো পঞ্চবটীতে—সুন্দর-বনে নয়!"

সাহেব তার লম্বা দাড়ি নেড়ে প্রতিবাদ করলো—"নয় বল্লেই নয়! তুমি ভুলে যাচ্ছ, বন সুন্দর না হলে কি লোকে খাম্‌কা সুন্দর-বন নাম দেয়! নাম-করণ জিনিষটা অত সোজা নয়—বুঝলে খোকা! আর বাপুহে, তর্কে দরকার কি? তোমাদের রামচন্দ্র কোন্ বনে ছিলেন সেটা তো পষ্ট ক'রে তোমাদের মহাভারতের অষ্টম পর্ব্বে লেখা আছে!"

তার কথা শুনে আমি তো হতভম্ব; "মহাভারতে?"


AK

সাহেব মুচ্‌কি হেসে বল্ল—"হ্যা গো হ্যাঁ! কতোবার আর বল্‌বো! নয় তো কি তুমি বল্‌তে চাও রামায়ণে? রামায়ণে তো বৌদ্ধ যুগের যত সব কাহিনী লেখা আছে। ও সব কি আর আমার পড়তে বাকী আছে মনে কর? ছোঃ! তুমি তোমারই দেশের কোন খবর রাখনা, তার উপর আবার কোমর বেঁধে এলে তর্ক ক'রতে!"

তার কথা শুনে আর বলবার ভঙ্গিতে আমার এমন রাগ হ'ল, মনে করলুম যে দিই দাড়ি ধরে খানিকটা ঘুরিয়ে। বলে কিনা নিজের দেশের খবর কিছু জানি না! নিজে যে একেবারে বিদ্যে-দিগ্‌গজ, সেদিকে কি আর হুঁশ আছে? মাথার চুল পাকলেই লোকের বুদ্ধি এরকম ভোঁতা হ'য়ে যায়।

তাঁকে বল্লুম—"দেখুন, তর্ক-বিতর্ক ক'রে মিছে লাভ নেই। তবে আপনি যা বল্‌ছেন তার আগাগোড়া সব মিথ্যে।"

আমার কথা শুনে বুড়ো তো রেগে আগুন—তেলে বেগুন; বল্ল, "বটে! সুন্দর-বন ব'লে বন নেই?

রামচন্দ্র ব'লে কেউ রাজা ছিল না? মহাভারত তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ নয়?"

আমি বল্লুম—"আমি তো তা' বলিনি।"

বুড়ো রাগে গজ্-গজ্ করতে লাগলো—"তবে কি বল্‌ছো? আজ-কালকার ছোক্‌রাগুলো কেবল বাজে তর্ক করতেই মজবুত। আসল ব্যাপারকে তারা কিছুতেই মেনে নেবে না। একদিক দিয়ে স্বীকার কর্‌বে আর একদিক দিয়ে তার প্রতিবাদ কর্‌বে—এই যেমন তুমি করছো।"

আমি গম্ভীর হ'য়ে বল্লুম—"না আমি স্বীকার করিনি! আপনি সব ভুল গল্প বললেন, আর আমি তাই স্বীকার কর্‌বো—কেন বলুন দেখি?"

বুড়ো বেজায় ক্ষেপে উঠে বল্ল—"স্বীকার তোমায় কর্‌তেই হবে!"

আমি বল্লুম—"গায়ের জোরে নাকি?"

সাহেব তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে কানের ফুটো দুটো বন্ধ ক'রে, জিভ্ কেটে ব'লে উঠ্‌লো—"বালাই! ষাট!

ও-কথা কি বল্‌তে আছে? গায়ের জোরে হ'তে যাবে কোন দুঃখে? আমি তো আর নেপো নই—যে কথায়-কথায় গায়ের জোর দেখাব!"

আমি বল্লুম—"নেপোটা কে? সেই যো 'নেপোয় মারে দই' সেই নেপো নাকি?"

আমার কথা শুনে তো বুড়ো হেসেই কুটিপাটি। বল্লে—"আরে সে নেপো হ'তে যাবে কেন? এ আমাদের নেপো—না-না আমাদেরই বা বলি কেন ঐ সহুরে ফরাসীদের। সেই যে হে, যে ঐ ফরাসী দেশটার সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে একটা ডাকাতের দল করেছিল—এবার মনে প'ড়েছে?"

বল্লুম—"হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝ্‌তে পেরেছি। 'নেপোলিয়ান দি গ্রেটের' কথা তো আপনি বল্‌ছেন? তা তিনি ডাকাত হ'তে যাবেন কোন দুঃখে? তিনি তো একজন বিশ্ব-বিখ্যাত বীর।"

বুড়ো রাগে গজ্‌-গজ্‌ করতে লাগ্‌লো—"হ্যাঁঃ বীর না ঢেঁকি! খালি কুচ্‌কাওয়াজ—খালি তোড়-জোড়—কারুর

পান থেকে চূণটি খসেছে তো অমনি চোখ রাঙিয়ে উঠ্‌লো—যুদ্ধং দেহি! এই যুদ্ধের পাল্লায় প'ড়ে আমাদের আর দুর্গতির অবধি নেই; নিরিবিলি বনে বাস ক'রেও নিস্তার পাই না। যুদ্ধে-যুদ্ধে বন-জঙ্গলও সাফ্‌ হ'য়ে যাচ্ছে—শেষে কোথায় যে মাথা গুঁজবো তার ঠিক নেই।"

আমি বল্লুম—"তা বটে! আপনাদের ভারি কষ্ট। তবে যুদ্ধের আর ভয় নেই; পৃথিবীর যত সব বড় বড় শক্তি শান্তির চেষ্টা করছেন—শীগ্‌গির সবাই যুদ্ধের কথা ভুলে যাবেন।"

আমার কথা শুনে বুড়ো একটু আশ্বস্ত হ'য়ে বল্ল—"আহা তাই হোক! আহা তাই হোক।"

আমি বল্লুম—"তা না হয় হ'ল কিন্তু আপনি আমাদের দেশের যে সব মিথ্যে গল্প বলছিলেন, তা শুন্‌লেন কোথা থেকে?"

সাহেব একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্ল—"আবার সেই কথা! আমি তো আগেই ব'লে দিয়েছি যে, মিথ্যে হ'লেও গলার জোরে জিত্‌বো—বলো আমার জিত্!"

বুড়োটার উপর আমারও মেজাজ ভারি চ'টে গিয়ে ছিল, তাই বল্লুম—"হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি সবজান্তা !"

টং বুড়ো অমনি ফ্যাক্-ফ্যাক্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো—"তাই বলো ! আমাকে ঠকিয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়—আমরা হলুম ফরাসী !"

আমি হিঃ-হিঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লুম, বল্লুম—"তা' হলে এটা ব্যাঙ-খেকোর দেশ ?"

বুড়ো তো চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল, "খবরদার ! ও-কথা যেন আর না শুনি। আমরা বুনো-ফরাসী ; বনে থাকি—মাছ, মাংস কিছুই খাইনা। ওসব খায় সহুরে ফরাসীরা।"

আমি বল্লুম—"তা' হবে ! সহুরে বা বুনোর খবর তো আর আমরা জানি না ! তবে এ-দেশের লোকের ব্যাঙ না হ'লে যে আহার রোচে না, তা জানি বিলক্ষণ। সেবার কলিকাতার বন্দর থেকে তিন জাহাজ ব্যাঙ পাঠান হ'য়ে ছিল এই আপনাদের দেশে। শেষকালে আমাদের বাংলা দেশে এমন মুস্কিল বাধ্‌লো যে, বর্ষাকালে ডাকবার

জন্যে ব্যাঙ পাওয়া যায় না শেষটায় বহু কষ্টে ব্যাংকক্ থেকে কিছু ব্যাঙ ভাড়া ক'রে তবে কবিদের মেজাজ ঠিক রাখা হ'ল।"



ছয়

গানের ক্লাস

টং সাহেব কি বল্‌তে যাচ্ছিল ; এমন সময়ে বগলে পাত্‌তাড়ি নিয়ে কাকের ছাঁ, বকের ছাঁ, চড়ুয়ের ছাঁ, বুলবুলির ছাঁ, টিয়া, মনুয়া, ময়ূর, হীরামণ, কাকাতুয়া, রামপাখী, ভরতপাখী, কাঠঠোক্‌রা, হাঁড়িচাঁচা, কাদা-খোঁচা, ময়না, তিত্তির, হরবোলা, টুন্‌টুনি, পাপিয়া, ছাতারে, শালিক, কোকিল, ফিঙে, ল্যাজঝোলা, কুবো, ইষ্টুকুটুম, বউকথাকও, তোতা ইত্যাদি নানা পাখীর ছাঁ এসে সেই গাছের ডালপালা ছেয়ে ফেল্লে।

ভাব্‌লুম—এ আবার কি কাণ্ড!

মাকড়া ভায়া এতক্ষণ টং-সাহেবের মশারীর জন্যে জাল বুন্‌তে ব্যস্ত ছিল ; সেটা শেষ ক'রেই আমার কাছে

এসে কানে-কানে বল্ল, "এই গাছের ডালে টং-সাহেবের গানের ক্লাস হয়। পড়ুয়ারা এসেছে, এইবার গান শেখান হবে; চমৎকার গান কিন্তু!"

আমি বল্লুম—"বেশ তো চমৎকার কি মচৎকার তা এখনি বোঝা যাবে।"

এমন সময় টং-সাহেব তাঁর পড়ুয়াদের ডেকে বল্লেন, "বৎস-বৎসাগণ! তোমরা এতদিন কি-রকম গান শিখেছ আজ তার পরীক্ষা। আমার দুই বন্ধু ভারতবর্ষ থেকে এসেছে; তারাই তোমাদের গানের বিচার করবে। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না ক'রে গাল হাঁ করতঃ গলা সাধিতে আরম্ভ কর। একথা স্মরণ থাকে যে আজ যেন ঝগড়া-ঝগড়ি, ঠোক্‌রা-ঠুক্‌রি বা নালিশ না হয়।"

তার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই হাজার গলায় কা-কা, কেঁক্‌-কেঁক্‌, কিচির-মিচির, কঁক্‌-কঁক্‌, কুহু-কুহু, খেঁক্‌-খেঁক্‌, খোঁস্‌-খোঁস্‌ ইত্যাদি হরেক সুর আরম্ভ হ'ল। একেবারে কান ঝালা-পালা প্রাণ পালা-পালা ডাক ছাড়্‌লো।

পাঁচ মিনিট এ-রকম চল্‌বার পর সব চুপ করলো।

বুঝলুম ক্ষুদে ওস্তাদজীদের গলা সাধবার পালা সাঙ্গ হ'ল।

তারপর কাকের ছাঁর ডাক পড়লো পরীক্ষা দেবার জন্যে। টং-সাহেব তাঁর ছড়িটা তুলে ইঙ্গিত করবামাত্র সে আরম্ভ করলো—

(কাগ্‌গা- খয়াল)

খাপুর খুপুর খাপুর খপুর কা—কা—কা—কা—
আমি পাতিকাকের ছাঁ;
বাঁশ বাগানের বাঁশ ডগায়—
মোদের প্রাসাদ টা।



টং সাহেব বাধা দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, "তবে আর কি? প্রাণ জল হ'য়ে গেল। যা-হোক একটা গেয়ে ফেল্লেই হ'ল! পরীক্ষা হচ্ছে—উঁচু ধরণের গান গাইবি তো! ওরে মুখ্যু ঢেঁকি! অমন

হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে? ভাল দেখে একটা গা, ভদ্রলোকেরা শুন্‌বে—বুঝলি কেলে কাগের বাচ্ছা!"

টং-সাহেবের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে কাকের ছাঁ তাড়াতাড়ি আরম্ভ কর্‌লো—

(ভাগাড়ে ভীম-পলশ্রী)

ভাগাড়ে প'ড়েছে গরু কাকের দল,
চল্‌!
শৃগালে সাবাড় ক'রে করিছে তায়,
হায়!
শেষে কি হাড়েতে সব বুলাবি ঠোঁঠ—
ছোট্‌!
কা-কা-কা, কা-কা-কা তবু ভাঁজিস্‌ সুর
দূর্‌!

তার গানের বহর দেখে টং-সাহেব তো রেগে আগুন হ'য়ে তা'কে লাঠির খোঁচা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

এবার ডাক পড়লো বকের ছাঁর। চোখের সাম্‌নে কাকের ছাঁর এ-রকম অবস্থা দেখে সেতো গেল বেয়াড়া

রকম ভড়্‌কে। আবার ছড়ির ইঙ্গিত হ'ল। গানও আরম্ভ হ'ল—

(রাক্ষুসে মালকোষ)

হিলি হিলি কিল্‌-কিল্‌
মাছে ভরা খাল বিল্‌ ;
হাসি ব'সে খিল্‌-খিল্‌
প্রাণ ক'রে গিল্‌-গিল্‌।

টং-সাহেব বেজায় চ'টে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"আর আমার হাড় ক'রে পিল্‌-পিল্‌!—হতভাগার কেবল গিল্‌-গিল্‌—গেলন আর গেলন! কেন আর কি গান নেই? সেই নেপালী জংলাটা গা'না!"

বকের ছা "ও" বলেই আরম্ভ কর্‌লো—

ল্যাগ্‌বেগে বাঁকা পথ
গেছিলাম তিব্বত!

সাহেব উঠ্‌লো ক্ষেপে—"ওটা কি নেপালী জংলা নাকি? ওটাতো তিব্বতী ঠুংরি! সেই যেরে—

নে—নে—পালী—পালী,
উট চেপে উড়ে মালী ;



দেয় কাঁথা জোড়া তালি,
মরু-পথে ধূ-ধূ বালি।
কাঠাকালী বিঘেকালী
নোয়াখালি ধোঁয়া খালি

বকের ছা ঢোক গিলে বল্ল—"ওটা তো শেখানো হয়নি স্যার!"

আর কোথা যায়! সাহেব তো রেগে কাঁই। "কি? শেখান হয় নি? আমার নামে বদ্‌নাম!" এই ব'লে চোখ পাকিয়ে ছড়ি উঠিয়ে তো তাকে মারতে ছুটলো।

আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠ্‌লুম—"আহা ছেলে মানুষ!"

টং-সাহেব গজ্‌-গজ্‌ করতে করতে বল্ল—"হ্যাঃ ছেলে মানুষ! খাবার বেলা এদিকে যে বুড়োদের ওপর টেক্কা দেয়! রোজ একটি চুপ্‌ড়ি মাছ ওর চাই—তার খোঁজ রাখো?"

বকের ছা মারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মুখ চুণ ক'রে বিদেয় হ'ল।

এবার এলেন বুল্‌বুলের ছা। এসেই ঝুঁটি নেড়ে একখানা গজল ধর্‌লো—

ওরে ভাই জংলা সুরে হ্যাংলা যখন
গান ধরে ঐ বন ধারে,
মনে হয় আঁকষী দিয়ে হ্যাঁচ্‌কা মেরে
টান্‌ছে আমার মনটারে;

কানে দিই শোলার ছিপি
তবু সুর ছুটছে পিঁ পিঁ,
মগজের নাচায় ঘিলু নাচায় কে তায়—
ছটকে মরি ঝঙ্কারে।

আমরা তো হে-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লুম। বল্লুম—"বেশ! বেশ!" পাখির ছানারাও আহ্লাদে পাখ্‌না নেড়ে হাততালি দিতে লাগলো। টি-মাস্টারের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌লো। তবে কত ইঞ্চি তা বল্‌তে পারলুম না।



বাহবা পেয়ে বুল্‌বুলির ছা আবার গান ধর্‌লো—

(টিম টিমে তেলেনা)

টিমি টিমি টিমি টিমি ডাইনে বাঁধার,
জোনাকে জ্বালায় বাতি বাতিয়া আঁধার,
গড়্ গড়্ ধ্বনি ওঠে মেঘের জাঁতার,
তাই শুনে জাগে ভয় পেচক খাঁদার।

পেচকের ছা কোথায় ছিল অমনি ভেংচি কাট্‌তে-কাট্‌তে ছুটে এল। ভ্রু কুঁচ্‌কে বল্ল—“খবরদার! মুখ



সামলে কথা কও! আস্পদ্দা যে বড্ড দেখি! আমরা খাঁদা—বটে? সাহস থাকে ল’ড়ে যাও!”

বুল্‌বুলির ছা ছিল ভারি চালাক। সে বল্ল—“মূর্খের মত অত হাকাহাঁকি করছ কেন? ব্যাখ্যা করো শেষ লাইনের! মানে বোঝেন না—এদিকে কথায় কথায় মাথা গরম! ব্যাখ্যাটা এই রকম হবে;—খাঁদা ব’লে একটা ছেলে আছে, তাকে পেচক বলা হচ্ছে।”

পেচকের ছা আহ্লাদে গদ্‌গদ্ হ’য়ে বল্ল—“তাই বলো! খাঁদা পেচক হোক্‌গে,—তাতে আমার কচুপোড়া, আমরা খাঁদা নয় তো তাই হ’লেই হ’ল!”

মিট্‌মাট্‌ হ'য়ে গেল।

টং সাহেব বল্ল—"এইবার মাইকেলের একটা গান গাইবে—আমার ছাত্রী চিলকুমারী।"

আমি বল্লুম—"মাইকেলের ?"

সাহেব বল্ল—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তুমি যে দেখি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে! কেন মাইকেলের গান কি আমার জান্‌তে নেই? সত্যি কি না মিথ্যে তা' তো এখনই জান্তে পারবে!"

চিলকুমারী এসেই চিঁ চিঁ গলায় আরম্ভ কর্‌লো—

উড়িল ফানুষ ফাটিল ফুটি,
হাটেতে হাজার শালের খুঁটী;
গানের আসরে ঢাকের কাঠি,
ঢিমে-তেতালার মাথায় চাঁটি;
নীলের আভাতে খিলেন গাঁথা,
বিয়ের বাড়ীতে হাবালো হাতা।

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বল্লুম—"রাবিশ! রাবিশ! ওটা বুঝি মাইকেলের লেখা ?"

বুড়ো ন্যাকামির সুরে বল্ল—"তবে কার? কি বাপু, আবার ঠকাবার ফন্দি ধ'রেছ নাকি?"

আমি বল্লুম—"দেখুন, ও-সব বাজে চাল ছেড়ে দিন। মাইকেল আমাদের দেশের কবি। কাজেই একটা বাজে গান তাঁর নামে অন্য কারো কাছে চালাতে পারেন, কিন্তু কোনো বাঙালীরই কাছে তা চালাতে পারবেন না। ও মাইকেলের গান হ'তেই পারে না, আসুন বাজি।"

বুড়ো ঘট্‌-ঘট্‌ ক'রে ঘাড় নেড়ে বল্ল—"উঁহু বাজি ত' হবে না!" তারপর খানিক থেমে উদাস সুরে বল্লে—"কালী পূজোর এখন অ-নে-ক দেরী। এ বছর দুগ্‌গা পূজো—চার বছর পরে কার্ত্তিক পূজো—১৯২১ সালে ভণ্ডুল সংক্রান্তি—কালী পূজো পড়লো গিয়ে সেই—২০৪৩ সালে।" এই ব'লে বুড়ো ধপাস্‌ ক'রে গাছের ডালে ব'সে পড়লো।

বুড়োর এই রকম উত্তর শুনে আমার তো পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বালা করতে লাগ্‌লো। বল্লুম—"আর বাজির কথায় কাজ নেই—এখন কাজের কথা হ'ক।"

টং-সাহেব ঘট্-ঘট্ ক'রে ঘাড় নেড়ে বল্ল—"বেশ তো! বেশ তো! কি কাজ করবে বলো? ছোঁড়া চাকরের কাজ তো? বেশ আমি দেড় টাকা মাইনেয় তোমার একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।"

সাহেবের এ-রকম আনাড়ীর মত কথা শুনে আমার রাগ সামলান দায় হ'য়ে পড়্লো। হেঁকে বল্লুম—"আপনার কি মাথার অসুখ আছে? ও-কাজের কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি যে, মাইকেলের গান নিয়ে যে তর্ক হচ্ছিল—সেই কাজটার একটা মীমাংসা কর্‌তে।"

বুড়ো এবারে এক গাল হেসে বল্ল—"ও হরি! তাই বল! তা তোমার যা বক্তব্য ব'লে যাও।"

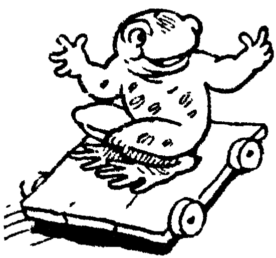
আমি বল্লুম—"বক্তব্য আর কি! ওটা মাইকেলের নয়!"

সাহেব গম্ভীর হ'য়ে বল্ল—"আমার বক্তব্য এই যে, ওটা মাইকেলের।"

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বল্লুম—"কক্ষনো নয়—কস্মিন্ কালেও নয়!"

বুড়ো গাছের ডালে সজোরে তার লাঠি ঠুকে বল্ল—“আলবাৎ! না হ’লেও মাইকেলের!”

দেখ্‌লুম নেই-আঁক্‌ড়ে লোকটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা; তাই চুপ্‌ ক’রে গেলুম। তারপর মাক্‌ড়া ভায়ার কানে কানে বল্লুম—“উঠে পড়ি চলো আর নয়!”



সাত

কেঠো কবিরাজ

দু'পা যেতে-না-যেতেই দেখি এক কাঠবিড়াল একটা পাথরের উপর জাঁকিয়ে ব'সে হুঁকো ধ'রে ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ ক'রে তামাক খাচ্ছে। আমাদের দেখে মুচ্কি হেসে বল্ল—"কিগো কত্তারা, যাওয়া হ'য়ে ছিল কোথায়? টেঁপোর ওখানে গান শুন্তে বুঝি? গানের ও জানে কি?—(ভুড়ুক্-ভুড়ুক্)—গান যদি শুন্তে ইচ্ছে হ'য়ে থাকে তো বোসো এখেনে!—(ভুড়ুক্-ভুড়ুক্)—একটা গান শুন্লেই প্রাণ আন্চান্ করবে। বুঝলে? পয়সা খরচ ক'রে শেখা—সেই তোমার গিয়ে মঙ্গোলিয়ার ওস্তাদ ফু-সেনের কাছে,—(ভুড়ুক্-ভুড়ুক্)—তাল আর সুরে আমার ওপর টেক্কা দিতে আর কোন বাছাধনকেই

হবে না। একতালা থেকে হাজারতালা পর্য্যন্ত বিনা বাধায় গেয়ে যাবো। তবে ঢিমেতেতালা আমি গাই না তাতে শ্রোতার কানে তালা লেগে যেতে পারে ব'লে। আর সুরের কথা যদি বলো—তা এমনি প্যাঁচ্ দিতে পারি যে, লোকে থ' হ'য়ে যাবে। কড়ি, কোমল, গিটকিরি, টিট্‌কিরি, চমক্, গমক, কাকা সুর, নাকা সুর, ঢাকা সুর, হেঁড়ে সুর, বেঁড়ে সুর, ধেড়ে সুর, ভ্যাপ্‌সা সুর, টিম্‌টিমে সুর, মিন্‌মিনে সুর এক কথায় সুরাসুর সবই অই যাকে ব'লে একেবারে এক কণ্ঠাগ্রে।" এই ব'লে সে হুঁকো হাতে ক'রেই গান যুড়ে দিল --

ম্যাং গোং টিয়া টিয়া লিং প্যাং গোং
রিং লিং ডিং ড্যাং ডালিম ডুয়াং
সবাবতি ব্যাঙ চ্যাং চাটিম্ চাটিম্।

গানটা যে একেবারে গদ্যে তা' আদৌ জান্তে পারি নি, পরে অবিশ্যি বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। সে আমাকে ধ'রে বসলো একটা গান গাইবার জন্যে।

আমি বল্লুম "গান? তবেই গেছি! ওসব আমার আসে না। তা' ছাড়া সুরের ভারি অভাব; সরু সুরে গাইতে গেলে মোটা হেঁড়ে সুর বেরিয়ে পড়ে!"

সে বল্ল—"যা পার তাই একটা গাওনা বাপু!"

কি করি—অনেক বেছেটেছে, সুর ভেঁজে শেষে নিজের লেখা একটা গান ধরলুম—

ধামা চাপা ঝামা ইট রামা রেখে মাথে
রাশি রাশি বাসি ডিম শুকাইছে ছাতে;
ভিজে ডিম গলে যদি কি যে হবে ছাই—
রামা তাই মামা বাড়ী করে যাই যাই।

গান শেষ হ'তে না-হ'তেই কাঠবিড়াল ওস্তাদ মাথায় হাত চাপ্‌ড়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"হায়—হায় হায়!"

আমি ভড়্‌কে গিয়ে বল্লুম—"কি হ'ল আবার—তামাক ফুরিয়ে গেল নাকি?"

সে ম্লান মুখে আকাশের পানে তাকিয়ে বল্ল—"হ'ল আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! শুনতে চাইলাম একটা

গান—শুনিয়ে দিলে একটা পদ্য; গান আবার পদ্যে হয় নাকি ?"

বল্লুম—"হ্যাঁ! আমাদের দেশে গান পদ্যেই হ'য়ে থাকে,—এবং সব দেশেই তাই!"

সে বল্ল—"উঁহু তা' কেন ? গান যা তা পদ্যে হ'তেই পারে না! পদ্যে লোককে মুগ্ধ করবার মত মিষ্টতাই বা কোথায় পাবে! লোককে মুগ্ধ কর্‌তে হ'লে, গান গদ্যেই গাইতে হয়। আমাদের সব গান গদ্যে।"

আমি বল্লুম—"হ'তে পারে! তোমাদের দেশে যদি ভাতকে ডাল বলে, আলুকে কচুরমুখি বলে, লজেন্সকে ঘুঘনি দানা বলে, শিশি-বোতলকে খবরের কাগজ বলে, ঝালকে মিষ্টি বলে তাই বলে সব দেশেই কি তাই হবে? আমাদের দেশের গান সব পদ্যে—তা শুনতেও খুব ভালো।"

ও বল্লো—"যাক্! তর্ক ক'রে কি হবে? কথা কাটাকাটি কর্‌তে কর্‌তে শেষে মাথা ফাটাফাটি বা হাতা হাতিতে দাঁড়িয়ে যেতে পারে! তার চাইতে তোমার



যদি কোন গল্প মনে থাকে তো তাই খানিকটা সুর ক'রে গাও। তোমাদের দেশের গান আমার শুন্‌তে ভারি ভাল লাগে।"

আমি ভারি মুস্কিলে প'ড়ে গেলুম। গল্প কে আর কতো মুখস্থ ক'রে রাখতে পারে! অনেক ভেবে চিন্তে শেষে সুর ক'রে আরম্ভ কর্‌লুম—

ছোট ছেলের কান্নার মত অশ্বত্থ গাছে—
ও-ও-ও কিসের শব্দ শোনা যাইতেছে?
বোধ করি ভোঁ-ভঁ-ভঁ-মরা জান না
পেঁচা ডাকিতেছে এ-এ-এ!

এই শুনে তো সে ভারি খুসী। বল্ল, "হ্যাঁ! একটা গান শুনলুম বটে! যেমন ভাষা—তেমন ভাব! অনেক দিন মনে থাক্‌বে। তবে তোমার গলার সুরটা তেমন ভালো নয়; এক কাজ কর—আমার কথা মত যদি চল্‌তে পারো তো, তোমার গলা এমনি মিষ্টি হবে যে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। এই ব'লে সে পাথরের ফোকর

থেকে এয়া বড় একটা শালপাতা বের করে গম্ভীর চালে বল্ল—"লিখে নাও! এই ঔষধের ফর্দ্দ আমার গুরুজীর দেওয়া, যাকে তা'কে দিই না; আমার গলা আগে এমন বিশ্রী ছিল যে, স্বর ছাড়্‌লেই মাঝপথে রেলগাড়ী থম্‌কে থেমে যেত। কিন্তু সেই গলা এখন হ'য়েছে যেন মিশ্রীর পানা। তোমার কপাল ভাল যে আমার দেখা পেয়েছ—এখন লিখে নাও দেখি!" এই ব'লে সে প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো—

মান কচু————————এক কাঁচ্চা
বাঘাওল————————এক কাঁচ্চা
পাটনাই মরিচ——————এক কাঁচ্চা
রাম ছাগলের দাড়ি—এক কাঁচ্চা
টিক্‌টিকির পিত্ত————এক কাঁচ্চা
পাহাড়ী মশা————এক কাঁচ্চা
কুমীরের আল্‌জিভ্‌—এক কাঁচ্চা

এমন সময় মাকড়া ভায়া আমার কানে-কানে বল্ল—"কিহে লিখ্‌লে না যে?"

আমি বল্লুম—"ক্ষেপেছ ? খামখা হাতে ব্যথা ক'রে ফল কি ?"

মাকড়া ভায়া আমার দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে বল্ল—"তবে কি তুমি ওষুধটা খাবে না ?"

আমি বল্লুম—"না। খাওয়াটা অবিশ্যি খুব সোজা কিন্তু তার ঠেলাটা সামলাবে কে ? তুমি—আমি—না ঐ কেঠো কবিরাজ ? মানে মানে স'রে পড়ি চল। কাঠ মুখ্যুর এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লে, জানি কি আমরাও এক একটা গাছ-মুখ্যু হ'য়ে যেতে পারি।" বলেই তো দু'জনে সরে পড়লুম। কাঠবিড়াল কিন্তু এর কিছুই জান্তে পার্‌লে না। ঝুমসো শালপাতাতে তার সমস্ত মুণ্ডুটাই ঢাকা প'ড়ে গেছিল। দূর থেকে তখনও তার গলা শোনা যাচ্ছে—

কোকিলের কলিজা—এক কাঁচ্চা
বুল্‌বুলির ঝুঁটি——এক কাঁচ্চা

আট

ব্যাঙ পণ্ডিত

খানিক যেতে দেখি এক জলার ধারে একটা ব্যাঙ চোখে চশমা এঁটে হেঁড়ে গলায় হাঁক্‌ছে—"তুয়ো, বল্‌তে পারে না! তুয়ো, বল্‌তে পারে না!"

আমি বল্লুম—"কিহে পণ্ডিত, কও কি?"

সে গম্ভীর চালে বল্ল—"আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারো?"

আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম—"প্রশ্ন? কিসের?"

সে হেঁড়ে গলায় উত্তর দিল—"পরীক্ষার—এক্‌-জামিনের!"

বল্লুম—"হাসালে বাপু! তোমাদের আবার এক্‌-জামিন? বলি মানুষ হ'লে কবে থেকে?"

৫

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লো—"মানুষ! না—না—না—মা-নু-ষ হইনি! তা' হ'লে ব্যাঙ হবে কারা? এখন আমরা মানুষের মত সভ্য হ'য়েছি—লেখাপড়া শিখেছি।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্লুম—"তবে আর কি! আমার চৌদ্দ পুরুষের মাথা রক্ষে করেছ! যাই হ'ক বাপু আর পিছু ডেকো না। এই ব'লে মাত্র দু'পা এগিয়েছি অমনি সে আবার ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে উঠ্‌লো—"দুয়ো, বল্‌তে পারে না—দুয়ো, বল্‌তে পারে না!"

যাওয়া হ'ল না। ফিরে এসে চোখ পাকিয়ে বল্লুম—"কি প্রশ্ন বলো, ভালো না হো'ক জ্বালাতনে পড়া গেছে! কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলুম জানি না।"

সে বল্ল—"বল্লেই কি হ'ল নাকি? একি আর ভারত মহাসাগর যে চিৎ-সাঁতারে পার হ'য়ে যাবে? তোমার শক্তিটা কতো সেটা দেখ্‌তে হবে না?"

আমি বল্লুম—"শক্তির কথা আর বল্‌তে হবে না

বাক্সিং ক'রে কতো ছোক্‌রার হাড্ডি পিল্‌পিলিয়ে দিলুম —তার খবর রাখো ?"

পণ্ডিত উঠ্‌লো বেজায় ক্ষেপে। বল্ল—"ও শক্তি কেন ? মনের শক্তির কথা বল্‌ছি।"

আমি বল্লুম—"বেশ তো মনের শক্তি দেখ্‌তে চাও তো দাঁড়িপাল্লা টাঙাও। বারবেলে আমি আড়াই মণ ক্লিয়ার ক'রেছি।"

সে বল্ল—"আরে বাপু! আমি বলি এক আর তুমি কিনা তার কোথা থেকে আর এক মানে টেনে নিয়ে এস। বল্‌ছিলুম কি যে, তোমার বুদ্ধির বহরটা না জান্‌লে প্রশ্ন করি কি করে ?"

আমি বল্লুম—"বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—চোখে দেখা যায় না। তা'র আবার বহর কি ? একি তোমাদের মত—মোটা বুদ্ধি যে ফিতে দিয়ে তার বহর মেপে রাখবো ?"

আমার কথা শুনে ব্যাঙ পণ্ডিত তো অসম্ভব রকম হাসতে লেগে গেল। তারপর বল্ল, "আচ্ছা বল দেখি—ঝোলাগুড় ঝুলিয়ে রাখে কেন ?"

এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে ভারী রাগ ধরে গেল। তাই ব'লে দিলুম—"তা' বুঝি জান না! একবার এক কোলা-ব্যাঙ লোভ সাম্‌লাতে না পেরে একটা ঝোলাগুড়ের গাম্‌লাতে ডুব মেরে ছিল। শেষে উঠ্‌তে পারে না—মরা-কান্না জুড়ে দিল। কোলাটাকে বাঁচাবার জন্যে বহু কষ্টে এক ঢোঁড়া সাপ ডুবুরীকে গাম্‌লার মধ্যে নামান হ'ল। ডুবুরী দু মিনিটের মধ্যেই কোলা চাঁদের ঠ্যাং ধরে গুড়-সমুদ্দুর থেকে উদ্ধার করলো।"

আমার কথা শেষ হতে-না-হ'তেই সে হাঁ-হাঁ ক'রে তেড়ে এল—"কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়! ব্যাঙেরা গুড়ই খায় না—বিশেষ ক'রে ঝোলাগুড়।"

আমি বল্লুম—"মাইরি নাকি! তা' যদি না হবে, তবে মেঘে মেঘে যখন শব্দ হয় গুড়্—গুড়্—গুড়্ তখনই কেন যত ব্যাং হন্তদন্ত হ'য়ে গর্তের বাইরে এসেই—'গ্যাও—গ্যাও' ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে বিকট স্বরে চীৎকার জুড়ে দেয়?"

ব্যাঙ পণ্ডিত একেবারে ভ'ড়কে গিয়ে 'হ্যাঁ—না



হ্যাঁ—না' ক'রে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলো।

আমি বল্লুম,—"আচ্ছা এখন চলি।"

সে বল্ল—"তাকি হয়! আরো গুটি কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে! তা' নয় তো পাশ করবে কি করে?"

আমি বল্লুম—"আর প্রশ্নে কাজ নেই!"

সে বল্ল—"না-না, খুব ভালো প্রশ্ন এবার জিজ্ঞেস করবো।" ব'লেই সে বল্ল—"আচ্ছা বল দেখি **তণ্ডিপংব্যা** মানে কি?"

আমি বল্লুম—"আচ্ছা দাঁড়াও দেখি ভেবে; তণ্ডিপংব্যা—তণ্ডিপংব্যা কি জানি বাপু—মানে তো ছাই কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না।"

ব্যাং পণ্ডিত তো মাড়ি বের ক'রে হাস্‌তে লাগলো—হ্যা-হ্যা-হ্যা! শেষে বল্ল—"উল্টে পড়ো, উল্টে পড়ো।"

উল্টে প'ড়ে দেখি, বাঃ! এযে ব্যাঙ পণ্ডিত হ'য়ে গেছে। তাই তো, উল্টে প'ড়ে দেখার কথা ভাবিনি তো। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো—"ব্যাঙেরও বুদ্ধি আছে দেখ্‌ছি!"

আমার কথা শুনেই সে ধ'রে বসলো—"তবে একটা প্রশংসা-পত্র (সার্টিফিকেট্) লিখে দাও।"

আমি বল্লুম—"বেশ! সে আর এমন কি কথা, লিখে দিচ্ছি।" তারপর লিখ্‌লুন—

> এতদ্দারা সর্ব্ব-সাধারণ ও অসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ব্যাঙ পণ্ডিতকে আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছি। উহার কোন ব্যাধি আদি নাই। তবে, পায়ে গেঁটে-বাত, গলায় গণ্ডমালা ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা, উদরে উদরী, কর্ণে কর্ণমূল, দন্তে দন্তশূল, মস্তকে শিরোঘূর্ণন, প্রভৃতি রোগ বেশ কায়েমি বনিয়াদ গাড়িয়াছে। সুখের বিষয় এই যে শীঘ্রই হার্টফেল হইবে। হার্টফেলের পর মধ্যে মধ্যে 'মর্নিংওয়াক' অর্থাৎ মর্নিংসে ওয়াক তুলিলে উপকার হইবে।

প্রশংসা-পত্র পেয়ে পণ্ডিত তো ভারি খুসী। কি লিখলাম জানবার জন্য খুব গম্ভীর ভাবে পড়তে আরম্ভ করলো—

বেইহ রকাপউ লেলিতু ক্য়াও ঙেংর্নিম ৎর্থাঅ…

আমি তো হতভম্ব। এ আবার কি পড়েরে বাবা!

পণ্ডিত বল্ল—"ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ঠিকই পড়ছি। খাসা লিখেছ 'ব্যাঙেরা কেঁচো খাইতে ভালোবাসে'—সত্যিই তোমাদের কাছে ভীমনাগের সন্দেশ ও বাগবাজারের রসগোল্লা যেমন আমাদের কাছে কেঁচোও তেমনি।"

আমি অবাক্ হ'য়ে বল্লুম—"তা তো হ'ল কিন্তু ও কথা তো আমি লিখিনি।"

পণ্ডিত হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল—"লেখনি কি রকম? এই তো লিখেছ—'বেইহ রকাপউ লেলিতু ক্য়াও য়েংর্নিম-হর্থাঅ'......আমাদের ভাষায় এর মানে—ব্যাঙেরা কেঁচো খাইতে ভালোবাসে।"

আমি বল্লুম—"কই কোথায় পড়ছ দেখাও দেখি!" দেখি পণ্ডিত একেবারে নাচের দিক থেকে পড়া স্থরু ক'রে দিয়েছে।

বল্লুম—"ওকি, নীচের দিক থেকে পড়ছ কেন?"

সে তার চশমার ভিতর থেকে ড্যাবডেবে চোখ দুটো বের ক'রে বল্ল—"তা' নয় তো উপর থেকে পড়ে শেষে

হাত-পা ভাঙব নাকি ? নীচ থেকে পড়তে পড়তে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠ্‌বো, এই তো জানি। ধরো দোতলায় উঠ্‌তে চাও। একেবারে দোতালা থেকে উঠ্‌তে আরম্ভ করবে কি করে ? এক তালা থেকে তো উঠ্‌তে হবে ?"

আমি বল্লুম—"পণ্ডিতি চাল ছেড়ে দাও। লেখা পড়ার সঙ্গে দোতালায় ওঠ্‌বার তুলনা চলে না।"

পণ্ডিত অমনি আপত্তি ক'রে বসলো—"কেন চলে না ? —ভালো টাকার সঙ্গে অচল টাকা চলে, পেট্রোলে মটর চলে, বাস্পে রেল চলে আর এটা চলে না !" সে আরো ক বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক কাঠ্‌ঠোক্‌রা এসেই ব্যাঙ পণ্ডিতের টেকো মাথায় তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে মারলো এক ঠোক্কর। পণ্ডিত ভাব্‌লো হঠাৎ শত্রু সাপ বুঝি আক্রমণ ক'রেছে তাই মোটা গলায় "কে কার কড়ি ধারে"—রব করতে করতে একলাফে পচা পুকুরের জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি তো হাঁ হ'য়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

নয়

উপসংহার

মাকড়া ভায়াকে বল্লুম—"একটু হুঁশিয়ার হ'য়ে চলতে হবে। পথে খামখা আর যেন না দেরি হয়। কিন্তু খানিক দূর যাবার পর দেখি আধখানা পথ জোড়া করে জালার মত বিরাট দেহ নিয়ে কে যেন এক বসে আছে। কাছে গিয়ে দেখি কপালে ফোঁটা-কাটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ইয়া টিকি—এক গনক্‌ঠাকুর। আমায় দেখে বল্ল, "এই যে আসতে আজ্ঞা হ'ক। কিন্তু বাপু, চার আনার কমে আমি তোমার হাত দেখ্‌তে পারবো না। বস্তা-পচা সস্তা গননা আমার কাছে হয় না। এক থেকে শত—সহস্র—অযুত—লক্ষ—নিযুত—কোটি—অর্ব্বুদ—যত দরই বল না কেন নিভুল ভাবে গুনে যাব।"



আমি ভাবলুম—সর্ব্বনাশ! ফ্যাসাদ আবার বাধলো দেখছি—আজ দেখ্‌ছি আর রেহাই নেই!

গম্ভীর হ'য়ে বল্লুম, "দেখ বাপু, গননায় আমার প্রয়োজন নেই।"

সে লাফিয়ে উঠল—"কি, ওজন কমেছে?—ব্যাধি—ভীষণ ব্যাধি তবে তোমার হাড়ে-হাড়ে বাসা বেঁধেছে। যাক্ ভয় নেই। এমন একটা মাছুলী দোবো যে বাপ্ বাপ্ বলে ব্যাধি বেচারাদের লাফ দিয়ে পালাতে হবে। যাক তিন আনাই তবে দিও; হাতটা তা হলে এগিয়ে দাও একবার ভাল ক'রে গননা ক'রে দেখি!"

আমি পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম—হেঁকে বল্লুম—"নিজের হাত নিজেই গননা করো না বাপু; আমায় মিছে জ্বালিও না।"

এই ব'লে তো সবে পিছন ফিরেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই গনকঠাকুর পিছন থেকে বাঘের মত তিন লাফে এসে খপ্ ক'রে আমার হাতটা ধ'রে হিড়্-হিড়্ করে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল।

আমি রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লুম,—"আচ্ছা অভদ্র লোক তো তুমি! বল্‌ছি, আমি হাত গোনাতে চাই না, তবু তুমি জোর-জবর-দস্তি করছ কেন? তা ছাড়া আমার কাছে পয়সাও নেই।" সে অমনি তাড়াতাড়ি ফোকলা দাঁত বের করে বলে উঠ্‌লো, "তাতে আর হ'য়েছে কি? ধারেও আমার কারবার চলে! তবে দিনপ্রতি পয়সায় দু টাকা ক'রে সুদ দিতে হ'বে।"

এই ব'লে গননা করবার জন্য সে বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতটা ধরলে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই যেন সব কেমন ঘুলিয়ে গেল। কোথায় বা গনকঠাকুর আর কোথায় বা মাকড়া ভায়া, সবাই উধাও! দেখি রায়বাবুদের মাঠে ছেলের দল খুব হল্লা করছে আর ক্যাবলা ও গণ্‌শা দু'দিক থেকে আমার দু'হাত জোরসে ধ'রে বলছে—"কাল যে বড় গুলি খেল্‌তে খেল্‌তে খাটান না দিয়ে পালিয়ে ছিলি? এখন যাদু যাবে কোথা? ভালো চাস্‌তো খাটান দে!"

গজানন্দ তার মাথা দুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হেঁকে উঠ্‌ল—"খাটান না দিলে আজ ওর নিস্তার আছে? আরে

হ'লেই বা মামার আদুরে ভাগ্নে ; আমাদের তা'তে কি ? আব্দার করতে হয় মামার কাছে আব্দার করুকগে— এখানে ও-সব চলবে না। এখানে চাই খাটান—খাটান —ন্যায্য খাটান। আর তা না হ'লে চাঁটান চলবে এই এতগুলো ছেলের। তা'তে ওর মাথা থাকে থাকবে, গুঁড়ো হ'য়ে যায় যাবে—তা আমাদের দেখবার দরকার নেই।"

পটলা বল্ল—"ওর মামাকে যদি বলে দেয় ?" গজানন্দ ও গণশা এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো—"হ্যাঃ ব'লে দিলে তো বয়েই গেল ! আমাদের সঙ্গে খেলতে আসে কেন ? পরের ছেলেকে খাটাবার বেলা খাটাতে পারে আর নিজের খাটবার বেলা বুঝি যত মুস্কিল। ওসবের ভয় আমরা করি না। খাটান চাই-ই চাই—

খাট্—খাট্—খাট্

নাকে দড়ি—"

আমি বল্লুম—"বাসি খাটান তো প'চে গেছে। উঃ যা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ।" ব'লে নাকে কাপড় দিয়ে পাশ

কাটাতে যাবো। এমন সময় গণ্‌শা ভেংচি কেটে বল্ল—"বটে! নিজের বেলায় বাসি খাটান্! আমি যে কাল ন' ন' বার খাট্‌লুম কই আমি তো পালাই নি বা বাসি খাটানের ওজর দেখাই নি! সাফ্ কথা—ওজর-টোজর চলবে না। নট্-ছাড়ান্-ছোড়ন্ নট্-কিচ্ছু! খাটান্ চাই-ই চাই! তা' না হ'লে চাটিয়ে মাথা গরম ক'রে দেবো।"

ক্যাব্‌লাও সায় দিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লুম—বল্লুম—"খাটান আমি কিছুতেই দোবো না!"

ভীষণ ঝগড়া বেধে গেল। ওদের দলে অনেক ছেলে এসে যোগ দিলে। মার খেয়েও যখন খাট্‌তে রাজি হ'লাম না, তখন ওরা সবাই আমাকে চ্যাংদোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে পচা পুকুরে ফেলে দিলে।

—"বাবাগো ডুবে মলুম গো"—ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম।

* * *

* *

এমন সময় মা হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্লেন, "হ্যাঁরে!

ডুব্‌ছিস্‌ তো—বলি জল্‌টল্‌ কিছু খেয়েছিস ? না খেয়ে থাকিস্‌ তো শিগ্‌গির খেয়ে নে। আমি আর দেরি করতে পারবো না। বায়োস্কোপ দেখ্‌তে চিত্রায় যাচ্ছি।”

মায়ের কথা শুনেই আমি ধড়্‌-মড়্‌ ক'রে উঠে পড়্‌লুম! এঃ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে ভারী মজার স্বপ্ন দেখ্‌লাম ত! যাক্‌ আর সময় নেই চট্‌পট্‌ জামাকাপড় পরে নিই গে।

